[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

বৃন্দ।
অনুষ্টানটির সঞ্চালনায় ছিলেন দিপু।

আলমডাঙ্গায় এএমবি ইট ভাটায় পুড়ছে বনজ কাঠ

আলমডাঙ্গার কুমারি এএমবি ইট ভাটায় পুড়ছে বনজ কাঠ। পরিবেশ দূষন হলেও কর্তৃপক্ষ নিরব। দীর্ঘদিন প্রশাসনকে ম্যানেজ করেই এ ভাটায় ইট পুড়িয়ে রমরমা ব্যবসা পরিচালনা করছে।

জানা গেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার কুমারি ইউনিয়নের সরকারি নির্মিত ভ্যাটেনারি কলেজ প্রাঙ্গণে দীর্ঘদিন অবৈধ ভাবে ভাটা পরিচালনা করে আসছে। এখানে সরকারি প্রতিষ্ঠান ও ঘন বসতবাড়ি উপেক্ষা করেই ভাটায় বনজ খড়ি পুড়িয়ে পরিবেশ নষ্ট করছে।

প্রশাসন আলমডাঙ্গা উপজেলার বিভিন্ন ইট ভাটায় ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করলেও এ ইট ভাটায় অদৃশ্য ছায়ায় প্রশাসনের চোঁখ এড়িয়ে যায়।

এদিকে, এএমবি ইট ভাটায় অজস্র মাটি ও ইটের গাড়ি যাতায়াতের কারণে গ্রামীণ রাস্তা ও প্রধান রাস্তায় মাটি পড়ে থাকায় দুর্ভোগে পড়তে হয় এলাকাবাসীকে।

এছাড়াও, মাটি পড়ার কারণে রাস্তায় ব্যাপক ধূলার সৃষ্টি হচ্ছে হচ্ছে। ভাটা কতৃপক্ষকে এলাকাবাসী জানালেও তারা কোন পদক্ষেপ না নিয়ে বরং তাদের উপরে রাজনৈতিক ক্ষমতা দেখাচ্ছে।

ইট ভাটায় খড়ি পোড়ানোর বিষয়ে ভাটা মালিক আব্দুল মজিদের সাথে কথা হলে তিনি বলেন, আমাদের ইট ভাটায় খড়ি পোড়ানোর অনুমোদন আছে। আমরা খড়ি পোড়াই আর যাই করি তোমাদের কোন সমস্যা।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

অধ্যক্ষ গোলাম সরোয়ার।

যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা আনিছুর রহমান, আরও বক্তব্য রাখেন, উপজেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ইউপি চেয়ারম্যান আমিরুল ইসলাম মন্টু, ইউপি চেয়ারম্যান তরিকুল ইসলাম, মৎস সম্প্রসারণ কর্মকর্তা সাহিনা আক্তার, ইউপি চেয়ারম্যান আবুল কালাম আজাদ, উপজেলা প্রকৌশলী আব্দুর রশিদ, আনছার ভিডিপি কর্মকর্তা, খাদ্যকর্মকর্তা মোফাখ্ খাইরুল, ইউপি চেয়ারম্যান আমিনুল হক রোকন, মাসুদ পারভেজ, মোস্তাফিজুর রহমান, নজরুল ইসলাম, প্রেস ক্লাব সভাপতি খন্দকার শাহ আলম মন্টু, সাধারণ সম্পাদক বীর মুক্তিযোদ্ধা হামিদুল ইসলাম আজম, উপজেলা শিক্ষা অফিসার শামসুজ্জোহা, আবাসিক প্রকৌশলী হাবিবুর রহমান, প্রকল্প কর্মকর্তা এনামুল হক, সরকারি স্কুলের প্রধান শিক্ষক রবিউল ইসলাম, বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মনিরুজ্জামান প্রমুখ।

সভায় থানার অফিসার ইনচার্জসহ বক্তাগণ বলেন করোনাকালীন আমদের সকলেই পরিবার পরিজনসহ সকলকে নিয়ে সমস্যার মধ্যে দিয়ে দিন কাটাছে। আমরা আশা করি খুব তাড়াতাড়ি সরকার করোনার ভ্যাকসিন দেওয়া শুরু করবে। চুয়াডাঙ্গা জেলায় ৩ হাজার ৬ শত ভ্যাকসিন পেয়েছি।

জীবননগর পৌর নির্বাচনে সাধারণ কাউন্সিলর পদে ২ জনসহ শেষ দিনে মেয়র পদে ১ প্রার্থীর মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহার

আগামী ১৪ই ফেব্রুয়ারি আসন্ন জীবননগর পৌর নির্বাচনকে সামনে রেখে মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহারের শেষ দিনে সমাগম ছিল উপজেলা পরিষদ।

উপজেলা নির্বাচন অফিস সূত্রে জানা গেছে, আসন্ন জীবননগর পৌর নির্বাচনে মেয়র পদে ৪ জন কাউন্সিলর পদে ৪০ জন এবং সংরক্ষিত মহিলা কাউন্সিলর পদে ৯ জন মনোনয়ন পত্র জমা দিয়েছিলেন।

এর মধ্যে মেয়র প্রার্থীরা হলেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের মনোনীত নৌকার প্রার্থী জীবননগর পৌর আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক রফিকুল ইসলাম রফি, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির মনোনীত ধানের শীর্ষের প্রার্থী শাজাহান কবির, আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী স্বতন্ত্র প্রার্থী জীবননগর পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও বর্তমান জীবননগর পৌর সভার মেয়র জাহাঙ্গীর আলম এবং ইসলামী আন্দোলনের মনোনীত হাত পাখার প্রার্থী খোকন মিয়া মেয়র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন পত্র জমা দিয়েছিলেন।

গতকাল মঙ্গলবার মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহারের শেষ দিন ছিল। শেষ দিনে পৌর নির্বাচন থেকে মেয়র পদ থেকে প্রার্থীতা প্রত্যাহার করেন জীবননগর পৌর সভার বর্তমান মেয়র জাহাঙ্গীর আলম এবং কাউন্সিলর পদ থেকে দুই জন প্রার্থী প্রত্যাহার করেন ।

আলমডাঙ্গার বলিয়ারপুরে অবৈধ ভাবে বালি উত্তোলন

আলমডাঙ্গায় বামা মেশিন দিয়ে গভীর থেকে সিলিকা বালি উত্তোলন করছে ইউনিয়ন পরিষদের দুই মেম্বর। সরকারি কাজের নামে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নাম ভাঙ্গিয়ে দীর্ঘদিন এ বালি ব্যবসা চালিয়ে আসছে তারা।

জানা গেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার নাগদাহ ইউনিয়ন পরিষদের বলিয়ারপুর গ্রামের বাহাদুর ও নাগদাহ গ্রামের সারোয়ার মেম্বর দলবদ্ধ ভাবে এ বালি উত্তোলন কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

বলিয়ারপুর বাজার প্রাঙ্গণে বসতবাড়ি ও বাগানের পাশের পুকুর থেকে গভীর থেকে সিলিকা বালি উত্তোলন করা হচ্ছে। এ বালি গুলো সরকারি আশ্রয় প্রকল্পের নামে উত্তোলন করা হলেও তা খুচরা বাজারে ও বিভিন্ন বাড়ির কাজের জন্য বিক্রয় করে।

এ দিকে, গত নভেম্বর মাসে নাগদাহ ইউনিয়নে এ দুই ইউপি সদস্যদের যোগসাজসে বলিয়ারপুর গ্রামের মাঠের মধ্য থেকে প্রায় ৩ শতাধীক গাড়ি বালি উত্তোলন করে। যার বাজার মূল্য ৩ লক্ষাধিক টাকা।

এ বালিগুলো নাগদাহ ও খাসকররা ইউনিয়নের আশ্রয়ণ প্রকল্পের ঘর নির্মাণের জন্য উত্তোলন করতে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা লিটন আলি নির্দেশ প্রদান করেন।

মৌখিক নির্দেশ অনুযায়ী বালি উত্তোলন করে খুচরা বসত বাড়িতে বিক্রয় করে। আবারো নাগদাহ ও খাসকররা, জামজামি ইউনিয়নের প্রকল্পের নামের বালি উত্তোলনের নির্দেশ দেয় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা।

এ বালি উত্তোলনের ঘটনায় আলমডাঙ্গার বালি ব্যবসায়ী ও ঠিকাদাররা ত্রিব্য সমালোচনা করেন। বালি উত্তোলনে নিষেধাজ্ঞা থাকার কারণে কোটি কোটি টাকার রাস্তাসহ বিভিন্ন সরকারি কাজ স্থগিত রয়েছে। তবে, ইউপি সদস্যদের কেনো মৌখিক অনুমোদনের নামে তাদের বালি ব্যবসায় সহযোগীতা করছে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা।

এ ঘটনায় কয়েকজন বালি ব্যবসায়ী বলেন, বালি ব্যবসা করে আমরা সংসার চালিয়ে খেতাম। বর্তমান উপজেলা নির্বাহী অফিসার বালি উত্তোলনে নিষেধাজ্ঞা জারির পর থেকে আমরা কষ্টে জীবন যাপন করছি।

জেলা ও উপজেলা ঠিকাদারেরা জানান, প্রশাসনের চাপের কারণে আমরা বালি পাচ্ছি না। বালি না পাওয়ায় কোটি কোটি টাকার সরকারি কাজ করা সম্ভব হচ্ছে না।

কোটচাঁদপুরে ফেসবুকের বদৌলতে রোধ হল বিদ্যুৎ অপচয়

ফেসবুকের বদৌলতে রোধ করা সম্ভব হল বিদ্যুৎ অপচয়। ঘটনাটি ঘটেছে কোটচাঁদপুর পৌরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডে।

জানা যায়, কোটচাঁদপুর পৌরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডে পানি, রাস্তা- ঘাট, ড্রেন ও রোড লাইটের দীর্ঘ দিনের সমস্যা। গেল ৫ বছর যাবৎ এ ওয়ার্ডের রোড লাইট জ্বলেনি কোন দিনই এমন অভিযোগ ওয়ার্ডবাসীর।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে তারা বলেন, তফসিল ঘোষণার পর থেকে এ

ওয়ার্ডের রোড লাইট জ্বলতে থাকে। তা আবার বিরামহীন ভাবে দিন-রাত। গেল রবিবার ওই এলাকায় নিউজ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে ঘুরতে যায় দুই জন গণমাধ্যম কর্মী। তাদের নজরে আসে দিনের বেলা রোড লাইট জ্বলার দৃশ্য। ওই দৃশ্যের ছবি তোলেন তারা। আপলোড দেন ফেসবুকে। বিষয়টি ভাইরাল হয় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে। গতকাল মঙ্গলবার সকালে যথা নিয়মে জ্বলা বন্ধ হয় রোড লাইট।

এ বিষয়ে ওই ওয়ার্ডের বাসিন্দা প্রভাষক আলতাপ হোসেন প্রকৌশলীকে জানালে তিনি এর কোন ব্যবস্থা না নিয়ে বরং বিরক্তি প্রকাশ করেন, এমনটাই জানালেন তিনি। এ দিকে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে কোটচাঁদপুর পৌরসভার বকেয়া বিদ্যুৎ বিলের পরিমাণ ২ কোটি ৮১ লাখ টাকা। এরপরও দিন-রাত একটি ওয়ার্ডে কিভাবে রোড লাইট জ্বলে তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন সাধারণ মানুষ।

কথা হয় প্রকৌশলী মনোয়ার জাহিদের সঙ্গে, তিনি বলেন এটা আমি জানতাম না। গতকালকে একজন ফোন করে আমাকে বলেছিল। আর আপনাদের কাছ থেকে শুনলাম। এরপর তিনি লোক পাঠান সরেজমিনে ওই ওয়ার্ড পরিদর্শনে। এর আগেই তা বন্ধ হয়ে যায় ফেসবুকের বদৌলতে। এদিকে বিদ্যুৎ অপচয়ের বিষয়টি তদন্তপূর্বক ব্যবস্থা নিতে সংশ্লিষ্ট কর্তাব্যক্তিদের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন এলাকাবাসী।

কোটচাঁদপুর পৌরসভায় ১নম্বর ওয়ার্ডে লড়াই হবে দ্বিমুখী

৩০ জানুয়ারীর নির্বাচনে কোটচাঁদপুর পৌরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ড থেকে প্রতিদ্বন্দি¦তা করছেন ৩ জন প্রার্থী। তবে মূল লড়াই হবে ২ জন প্রার্থীর মাঝে এমনটাই জানালেন সাধারণ ভোটাররা। এদিকে সুষ্ঠু নির্বাচন হলে জয়ের আশাবাদ প্রকাশ করলেন ৩ প্রার্থীই।

এ নির্বাচনে আরো কয়েকটি ওয়ার্ডের ন্যায় জমে উঠেছে ১ নম্বর ওয়ার্ডের ভোট যুদ্ধ। দুদসরা-ভবানিপুর নিয়ে এ ওয়ার্ড। এ ওয়ার্ডের রয়েছে ১০ টি পাড়া। পাড়াগুলো ঘোষপাড়া, কারিগর পাড়া, জোল পাড়া, দেশ পাড়া, ঘাট পাড়া, হঠাৎ পাড়া, গাজী পাড়া, মসজিদ পাড়া, দাস

পাড়া, হালদার পাড়া। নির্বাচনে ভোট যুদ্ধে মাঠে লড়ছেন ৩ জন প্রার্থী।

যার মধ্যে রয়েছেন বর্তমান প্যানেল মেয়র ও বহুবার নির্বাচিত আনোয়ারুল ইসলাম (সেন্টু), গেল নির্বাচনের মাহবুব খান হানিফ ও নতুন মুখ দেবদাস ভট্রাচার্য। এ ওয়ার্ডে মোট ভোটার সংখ্যা ২৭৪৩ জন। যার মধ্যে পুরুষ ভোটার ১৩৭১ জন, মহিলা ভোটার সংখ্যা ১৩৭২ জন।

ভোট নিয়ে আনোয়ারুল ইসলাম (সেন্টু) বলেন, ভোট অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু হলে ৫ম বারের মত পৌরসভার কাউন্সিলর নির্বাচিত হব। বহুবার নির্বাচিত হবার কারণ জানতে চাইলে তিনি বলেন, জনগণ আমাকে ভালোবাসেন। তাই আমি বার বার নির্বাচিত হই।

সুষ্ঠু ভোট হলে জয়ী হবার কথা জানালেন এবার নির্বাচনের নতুন মুখ দেব দাস ভট্রাচার্য।

মাহবুব খান বলেন, বর্তমান কাউন্সিলর ৪ বার নির্বাচিত হয়েছেন। কিন্তু তিনি এ ওয়ার্ডের কোন উন্নতি করেননি। অনুন্নত হয়ে পড়ে আছে রাস্তা-ঘাট, পানির লাইন, বিদ্যুৎ ব্যবস্থা। এ কারণে এ নির্বাচনে ওয়ার্ডবাসী আমাকে ভোট দিয়ে জয়ী করবেন। তারা এবার পরিবর্তন দেখতে চাই। কথা হয় দেশ পাড়ার বিল্লাল হোসেনের সঙ্গে, তিনি বলেন ভালো ভোট হলে সেন্টু ভাইয়ের প্রতিদ্বন্দী থাকবে না। এমনকি অন্য প্রার্থীদের জামানত বাঁচবে না। রশিদুল ইসলাম বলেন প্রতিযোগিতা হবে মাহবুব খান হানিফ ও সেন্টু ভাই এই দুই জনের মধ্যে।

মসজিদ পাড়ার মোস্তফা ও রবিউল ইসলাম জানান, এবার নির্বাচনে এলাকাবাসী পরিবর্তন চাচ্ছে। তিনি চারবার পাশ করেছেন। তবে তেমন কোন উন্নয়ন নাই। ড্রেন নাই, পানির লাইন নাই। বিদ্যুতের খুঁটি আছে বিদ্যুৎ নাই। তারা আরো বলেন ভোট আসলে কিছু শাড়ি-কাপড় দিয়ে ভোট করে নেন। এরপর আর কোন খোজ থাকে না।

মেহেরপুর সদর উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষক সম্পত্তির দলিল হস্তান্তর

বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির মেহেরপুর সদর উপজেলা শাখার কার্যনির্বাহী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভা শেষে সমিতির সম্পত্তির দলিল হস্তান্তর করা হয়।

গতকাল মঙ্গলবার সকাল ১১টার দিকে বড়বাজার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সাধারণ সম্পাদক মোঃ ফিরোজ আহমেদের সঞ্চালনায় ও সভাপতি মোঃ নুরুল ইসলামের সভাপতিত্বে সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা শাখার সভাপতি মোঃ হাফিজুর রহমান।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা সাধারণ সম্পাদক মোঃ শফিউল ইসলাম, জেলা অর্থ সম্পাদক মোঃ মামুনুর রহমান।

মেহেরপুর সদর উপজেলা শাখার সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোঃ শফিকুল ইসলাম মিন্টু বর্তমান কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের নিকট অত্র সমিতির সম্পত্তির দলিল হস্তান্তর করেন।

সমিতির সম্পত্তিতে দুই কক্ষ বিশিষ্ট যে অফিস আছে তা ভাড়াটের নিকট থেকে অবমুক্ত করে সেটির যথাযথ ব্যবহারসহ সমিতির সভা-সমাবেশ ও যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা করে সাধারণ শিক্ষকদের ন্যায্য অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন সদর উপজেলা শাখা কমিটির সভাপতি মোঃ নুরুল ইসলাম।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, জেলা নির্বাহী সদস্য মোঃ মাহবুব আলম, সাবেক উপজেলা সাধারণ সম্পাদক মোঃ শফিকুল ইসলাম মিন্টু, উপজেলা শাখার সিনিয়র সহ-সভাপতি মোঃ শহীদুল ইসলাম, সহ-সভাপতি মোঃ নজরুল ইসলাম, ফৌজিয়া আফরৈাজ তুলি, সিনিয়র যুগ্ম- সম্পাদক মোঃ মাসুদ আলম, যুগ্ম-সম্পাদক হাসান খসরু, আতিয়া খন্দকার ইতি, সহ-সম্পাদক মোঃ মাহবুবুর রহমান, মোছাঃ নাজমা পারভীন, মহিলা সম্পাদক মোছাঃ নুরুন্নাহার,

সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ আসাদুল হক, অর্থ সম্পাদক মোঃ সাইদুল আলম, দপ্তর সম্পাদক মোঃ আরিফুর রহমান, ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক মোঃ

মহিদুল ইসলাম, শিক্ষা সম্পাদক মোঃ আক্তারুজ্জামান, সাহিত্য সম্পাদক মোঃ মফিজুর রহমান, সংস্কৃতি ও বিনোদন সম্পাদক মোঃ শমসের আলী, যোগাযোগ সম্পাদক মোঃ হাবিবুল্লাহ, প্রচার সম্পাদক মাসুদ রানা, সমাজ কল্যাণ সম্পাদক জেসমিন আরা, ক্রীড়া সম্পাদক মোঃ সেলিম হোসেন, আইন বিষয়ক সম্পাদক মাহাবুব আরা,

প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন সম্পাদক মোঃ এহসানুল হক, সমবায় সম্পাদক মোঃ রাশিদুল হাসান, কাব স্কাউট সম্পাদক মোঃ সোহেল আহম্মেদ, কল্যাণ ট্রাস্ট সম্পাদক মোঃ শরিফুল ইসলাম, সদস্য মোছাঃ মাজেদা খাতুন, মোঃ তোফাজ্জেল হোসেন, দিলারা আফরোজ, শামীমা ইয়াসমীন, মোঃ মফিজুর রহমান, মোঃ ফেরদৌস আলম ও লালন কুমার।

ঝিনাইদহে অপহরণকারী গ্রুপের প্রধানসহ ৫ সদস্য গ্রেফতার

ঝিনাইদহ র্যাবের কোম্পানি কমান্ডার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কামাল উদ্দিনের নেতৃত্বে শহরের আরাপপুর এবং মুজিবচত্বর এলাকায় অভিযান চালিয়ে মুক্তিপণ দাবিকারী সন্ত্রাসী গ্রুপের প্রধান লিখনসহ ৫ জন সদস্যকে গ্রেফতার করেছে।

গ্রেফতারকৃতরা হলো, বসির বিশ্বাসের ছেলে লিখন বিশ্বাস (২৬), শাহাদত লস্করের ছেলে মিরাজ লস্কর (২০), জিন্নাহ বিশ্বাসের ছেলে তুহীন বিশ্বাস (২৩) ও কামরুল হোসেনের ছেলে রিপন হোসেন।

এদের সবার বাড়ি ঝিনাইদহ সদর উপজেলার গিলাবাড়িয়া গ্রামে। এর আগে রাকিবুল ইসলাম (২৫) নামে আরো একজনকে গ্রেফতার করে র্যাব।